ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী

ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের পঞ্চদশ ব্যাচের কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কর্মরত। বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কাজ করে 'ভ্যালু এড' করার পাশাপাশি কূটনীতিবিদ হিসেবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদর দপ্তর ব্রাসেলসে বাংলাদেশ দূতাবাসের অর্থনৈতিক উইং এর প্রধান হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে প্রভূত অবদান রেখেছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী ড. নাজনীন পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়ান সরকারের মেধা বৃত্তি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ANU) থেকে অর্থনীতিতে তিনটি উচ্চতর ডিগ্রী (গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা, এমএস ও পিএইচডি) সম্পন্ন করেন এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী (গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ও এমএস)'তে 'High Distinction' অর্জন করেন। ড. নাজনীন একজন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ও গবেষক হিসেবে দেশে ও বিদেশে সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর পিএইচডি গবেষনার মূল বিষয় ছিল 'সম্পদ ব্যবস্থাপনা' এবং কেইস স্টাডি ছিল- নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ তথা সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা। অর্থনীতিবিদ ও গবেষক হিসেবে যে সকল ক্ষেত্রে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন অর্থ বিভাগের সামষ্টিক অর্থনীতি উইং এ গবেষক হিসেবে দায়িত্বপালন, অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির 'অস্ট্রেলিয়া-জাপান রিসার্চ সেন্টার' এ গবেষনা সহকারী ও 'ক্রফোর্ড স্কুল অফ ইকনমিক্স এন্ড গভর্মেন্ট' এর বিভিন্ন গবেষণা পত্রের রিভিউয়ার হিসেবে দায়িত্বপালন, আন্তর্জাতিক জার্নাল 'অস্ট্রেলিয়ান জার্নাল অফ এগ্রিকালচার এন্ড রিসোর্স ইকনমিক্স' এর 'ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিভিউয়ার' হিসেবে দায়িত্বপালন। ড. নাজনীন অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ANU) ও চিটাগাং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি (CIU)'তে সামষ্টিক অর্থনীতির খন্ডকালীন শিক্ষক ও Adjunct Professor হিসেবেও দায়িত্বপালন করেছেন। কর্মজীবনে ড. নাজনীন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফরমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং প্যানেলিস্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন সরকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসেবেও ড. নাজনীন যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। ড. নাজনীন প্রাবন্ধিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

ড. নাজনীন দেশ ও বিদেশ হতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিদেশ হতে যে সকল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অস্ট্রেলিয়ার তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হতে 'তথ্য জ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি' ও 'গ্র্যাজুয়েট টিচিং প্রোগ্রাম', ইউনিভার্সিটি অফ কুইন্সল্যান্ড হতে 'দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা', ম্যাককুয়ার ইউনিভার্সিটি হতে 'কার্যকর সরকার ব্যবস্থা ও টেকসই উন্নয়ন' মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি পুত্রা হতে 'প্রশাসন ও উন্নয়ন', অস্ট্রেলিয়া এওয়ার্ডস সাউথ এন্ড ওয়েস্ট এশিয়ার সদর দপ্তর শ্রীলংকা হতে 'নেতৃত্বে নারী', আইএমএফ এর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সিংগাপুর হতে 'সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনার পুনর্গঠন', অস্ট্রেলিয়ার ফরেন এফেয়ার্স এন্ড ট্রেড হতে 'নেতৃত্বের উন্নয়ন', বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সুইজারল্যান্ড হতে 'স্যানিটারী ও ফাইটো-স্যানিটারী এগ্রিমেন্ট' এবং ডেনমার্কের ডানিডা ফেলোশিপ সেন্টার হতে 'অরগ্যানাইজেশনাল চেইঞ্জ ম্যানেজম্যান্ট'।

ড. নাজনীন দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শিশুকাল থেকে ক্লাস মনিটর হিসেবে তাঁর নেতৃত্বের যাত্রা শুরু। পরবর্তীতে এর ধারাবাহিকতাক্রমে বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন। তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি অস্ট্রেলিয়াতে পড়াশোনাকালেও অব্যহত থাকে। অস্ট্রেলিয়ায় দীর্ঘ সাড়ে ছয় বছর অবস্থানকালে ড. নাজনীন বিভিন্ন লীডারশীপ পজিশনে থেকে ইউনিভার্সিটি ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার পরিচয় দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশী স্টুডেন্ট, যিনি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এন্ড রিসার্চ স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন (PARSA)-এর প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবং জাতীয় পর্যায়ে কাউন্সিল ফর অস্ট্রেলিয়ান পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এসোসিয়েশন (CAPA)-এর উইম্যান অফিসার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। একই সময়ে তিনি প্রথম বাংলাদেশী স্টুডেন্ট হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ কাউন্সিল (PRC)-এর সভাপতি হিসেবে এবং অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কাউন্সিল ও ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন প্রশাসনিক কমিটিতে স্টুডেন্ট প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উক্ত লীডারশীপ পজিশনসমূহে থাকা অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (ABC) টিভি নিউজ ও রেডিও'তে এবং বাংলা রেডিও ক্যানবেরা'তে তাঁর ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান সরকারের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও ওয়েবসাইটে 'Latest News: Bangladeshi Awardee flies high at ANU' এবং 'Success Story' শিরোনামে তাঁর সাফল্যের বিষয়গুলো প্রকাশিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান সরকারের দুটি ওয়েবসাইটে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়ান এওয়ার্ডস এলামনাই স্টোরি'তে তাঁর সাফল্যের বিস্তারিত এবং গ্লোবাল এলামনাই স্টোরি'তে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। ড. নাজনীন প্রথম বাংলাদেশী যিনি 'অস্ট্রেলিয়ান লীডারশীপ কনফারেন্স- ২০০৭'এ বক্তব্য

রাখেন। উল্লেখ্য, উক্ত কনফারেন্সে বিশ্বের ৩২টা দেশের ১৮০ জন স্কলারের মধ্যে আয়োজকরা যে ৩জন (বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং কম্বোডিয়া) স্কলারকে নির্বাচন করেন- ড. নাজনীন তাদের একজন। আরো উল্লেখ্য, ড. নাজনীন প্রথম বাংলাদেশী স্টুডেন্ট, যিনি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরের আমন্ত্রনে ২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল মান্যবর কুইন্টিন ব্রাইস এসি এবং অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় কেভিন রাড এমপি'র সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পান। তিনি বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া এওয়ার্ডস উইম্যান ইন লীডারশীপ নেটওয়ার্ক- এর 'দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া' এবং 'বাংলাদেশ', উভয় চ্যাপ্টারের কোর গ্রুপের সদস্য হিসেবে দায়িত্বপালন করছেন। উল্লেখ্য, ড. নাজনীন সরকারের বেশ ক'টি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর/সংস্থার 'উইং প্রধান', 'অফিস প্রধান' ও 'প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা' পদে প্রথম নারী হিসেবে দায়িত্বপালন করেন ও নেতৃত্ব দেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ চা বোর্ডের সদস্য, বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সচিব, সমাজসেবা অধিদপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড চট্টগ্রাম বিভাগের উপপরিচালক, ব্রাসেলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকনমিক উইং এর প্রথম সচিব ও উইং প্রধান।

ড. নাজনীন দেশে ও বিদেশে বেশ ক'টি এওয়ার্ড ও সম্মাননা অর্জন করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, এএএবি উইম্যান ইন লীডারশীপ এওয়ার্ড (ক্যাটাগরী: সিভিল সার্ভিস), ভাইস চ্যান্সেলর এওয়ার্ড, স্টুডেন্ট এম্বেসেডর এওয়ার্ড, ভ্যালিডেকটরী এওয়ার্ড, অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিট্যাল টেরিটরি মাল্টিকালচারাল এফেয়ার্স মন্ত্রীর রিকগনিশন, ভোকেশনাল এক্সসেলেন্স এওয়ার্ড এবং টপটেন প্রফেশনাল লেডী এওয়ার্ড। এছাড়া, তিনি চারটি সম্মাননা ও একটি স্বাধীনতা সম্মাননাসহ বাংলা ও ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি, বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও খেলাধুলায় বেশ ক'টি পুরস্কার ও সার্টিফিকেট অর্জন করেন।

ড. নাজনীনের পিতা ভাষাসৈনিক, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী মরহুম বদিউল আলম চৌধুরী চট্টগ্রামের উত্তর কাট্টলীর ঐতিহ্যবাহী নাজির বাড়ীর জমিদার মরহুম ফয়েজ আলী চৌধুরীর নাতি। মরহুম বদিউল আলম চৌধুরী শিক্ষা বিস্তার, রাজনীতি ও সমাজসেবায় পারিবারিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার হিসেবে তাঁর সমগ্র জীবন মানবসেবায় অতিবাহিত করেছেন এবং এ কারণে তিনি চাটগাঁর এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। উল্লেখ্য, ড. নাজনীনের পিতা মরহুম বদিউল আলম চৌধুরী তৎকালীন পাক-প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি করেছেন এবং বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শেষ দশক পর্যন্ত এদেশের প্রতিটি জাতীয় আন্দোলন ও সংগ্রামে দেশ ও জাতির জন্যে সক্রিয় ভুমিকা পালন করেছেন। মরহুম বদিউল আলম চৌধুরী জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের পাশাপাশি তাঁর পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামের কাট্টলী অঞ্চলেরও সার্বিক কল্যাণ সাধন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার প্রসার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ, খেলাধুলার পরিবেশ সংরক্ষণসহ নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ফলে এ অঞ্চলে সবার কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ড. নাজনীনের মাতা মরহুম লুৎফা সুরাইয়া চৌধুরী কক্সবাজারের ঐতিহ্যবাহী ঢেমুশিয়া জমিদার বাড়ী'র জমিদার মরহুম জামালউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (প্রকাশ মাইজ্জা মিয়া/ আহমদ মিয়া)'র ৩য় কন্যা। ড. নাজনীনের স্বামী অধ্যাপক ডাঃ জিয়াউল আনসার চৌধুরী 'নাক-কান-গলা রোগ এবং হেড-নেক সার্জারী' বিশেষজ্ঞ ও বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। ড. নাজনীন দুই সন্তানের জননী। তাঁর বড় সন্তান নাহিয়ান বুশরা চৌধুরী যুক্তরাজ্যের এডিনবরা ইউনিভার্সিটি থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মাস্টার্স ও ছোট সন্তান আরিক নাওয়াল চৌধুরী অস্ট্রেলিয়ার ম্যাককুয়ারী ইউনিভার্সিটি থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যাচেলর ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন।